মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

সমান্তরাল

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

তুই কখন ফিরলি ? মীরা কাকিমা জিজ্ঞেস করল।

-- আমি বেরিয়েছিলাম তুমি জানতে ? আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।
-- হ্যাঁ, তোর বাড়িতে ফোন করেছিলাম তো। বলেনি ? মীরা কাকিমা খুলে যাওয়া খোঁপাটা দু-হাত দিয়ে গুছিয়ে তুলতে তুলতে বলল। বলেই পাশের ঘরে ঢুকে গেল গটগট করে। সেখানে তখন বাচ্চাদের চেঁচামেচি সিলিঙে গিয়ে ঠেকেছে।

আমাদের এই মফস্বল শহরে এখনও প্রতি বছর দোলের কয়েকদিন আগে থেকে জোরকদমে রিহার্সাল শুরু হয়ে যায় -- গান, নাচ, নাটকের। সন্ধেয় বড় একটা ফাংশন, যা আবার একই সঙ্গে ঘরোয়া, 'মফস্বল' এবং 'সংস্কৃতি' -- এই দুটো চল্লিশ ওয়াটের ময়লা ল্যাম্পকে যতটা সম্ভব ঝকঝকে, তকতকে করে জ্বালিয়ে তোলে আর ছায়া অনেক দূর অবধি গিয়ে পড়ে।

শুধু যে দোলেই এমনটা হয় তা নয়, বিজয়া দশমীর পরেও একটা বড় অনুষ্ঠান হয়, তবে সেখানে দু-তিনজন বাইরের শিল্পীও থাকেন। দোলের ফাংশানটা একদম নারকেল নাড়ুর মতো কমপ্যাক্ট এবং হোম মেড।

ভোরে প্রভাতফেরী দিয়ে শুরু, বাচ্চাদের গান-নাচ টুকিটাকি চলে বেলা ন-টা পর্যন্ত। তারপর যে যার মতো রঙ খেলা, প্রেমের চেষ্টা করো, ঘষে ঘষে তোলো সব হুল্লোড় - কলতলায় বসে, দুপুরে ঘুম দাও একটু আর সন্ধেবেলা শাঁখের আওয়াজ বাতাসে মিশতেই না মিশতেই চোখ কচলে এসে দাঁড়াও জ্যালজেলে শামিয়ানার নীচে, বসে পড় চটের উপর। নইলে থাকো একটা কোণ ঘেঁষে, মতলব আঁটো পছন্দের কারও সঙ্গে পেছনের গলি দিয়ে সটকে পড়ার, যা ধরে একটু এগোলেই গায়ে এসে ধাক্কা মারবে গঙ্গার জোলো বাতাস, কানে এসে লাগবে স্টিমারের ভোঁ।

মীরা কাকিমার দৌলতে অবশ্য এত সব কিছু খেয়াল করার ফুরসতই হয়নি আমার গত ক'বছর। কারণ বাচ্চাদের নাচ-গানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার পরই মীরা কাকিমা আমায় নিজের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বানিয়ে নিয়েছিল। আমি এক সময়ে একটু কত্থক শিখেছিলাম আর গানের গলাটাও চলনসই বলা যায়। ব্যস ! তাতেই কেল্লা ফতে। একে স্টেপটা তুলিয়ে দে, ওকে ওই গানের লাইনটা একটু ধরিয়ে দে

... দম ফেলার সময় পেতাম না। অবশ্য ভালোও লাগত। সব কচি-কাঁচারা দিদি-দিদি বলে পিছন পিছন ঘুরত। দোলের অনেকদিন পরও কেউ কেউ প্রশংসা করত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ; একটা অদৃশ্য আবীরের ছোঁয়ায় মনটা রঙিন হয়ে থাকত। আমি ছোটখাটো খুঁটিনাটি ভুলে যেতাম।

ভুলতে পারিনি কৌস্তুভকে। মীরা কাকিমার ছেলে। সেই বছর তিনেক আগের ফাংশানটা মনে আছে তো ? আরে, বাচ্চাদের নিয়ে ভাংড়া নাচের প্রোগ্রামটাই করিয়েছিলাম যেখানে। বোল তারা রা রা। হঠাৎ মীরা কাকিমাই পাঠিয়েছিল ওর বাড়িতে। দু-তিনটে ক্যাসেট নিয়ে আসতে। আমি একছুটে চলে গেছি। তখনও জানি না কৌস্তুভ বাড়িতে। ও তো ব্যাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। বোধহয় মেকানিকাল। সেদিন দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে যখন চোখ দুটো রাখল আমার চোখের ওপর, ক্যাসেটগুলো হাতে তুলে দিতে দিতে আমার মধ্যমাটা একটু ছুঁয়ে দিল, আলতো করে জিজ্ঞেস করল, আমায় নেবে নাকি তোমাদের নাচে ? আমি হাসতে গিয়ে টলে গেলাম। মীরা কাকিমারা আগে আমাদের এই ছোট্ট শহরটারই অন্যদিকে থাকত। মানে রেললাইনের এপার-ওপার আর কী। আমাদের এদিকটায় যখন এল, তখন কৌস্তুভ হস্টেলে। আর তারপর-পরই ও ব্যাঙ্গালোরে চলে গেল জয়েন্টে না পেয়ে। পুজোয় এসেছিল দু'বার কিন্তু আমিও তো আকাট। ভাল করে কথা বলার চেষ্টাই করিনি। কী লম্বা, স্মার্ট আর কীরকম চোখে চোখ রেখে কথা বলে ! আমার ভিতরের কলকব্জা একটু একটু ঢিলে হতে লাগল। পুরোপুরিই ঢিলে হয়ে গেল যেদিন কৌস্তুভ আমায় ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আদর করল। প্রোপোজ-টোপোজ কিচ্ছু করেনি। বাঁদিকের ওই বড় সোফাটায় বসিয়ে আস্তে আস্তে আমার বিনুনি দুটো খুলতে লাগল। আমি ভয়ে আর ভাললাগায় কাঁটা হয়ে গেছিলাম। কিন্তু ও এত ভদ্রভাবে, এত জেন্টলি ব্যাপারটা হ্যান্ডল করেছিল, আমার একটুও খারাপ লাগেনি। আর তাছাড়া ও জানত কোথায় থামতে হয়। আমিই বরং হড়বড় করতাম সবসময়। একবার ওর ওই বাইকের পিছনে বসে আছি। বোসঘাটের পিছন দিকটায়। আর ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। দুম করে আমাদের পাশ দিয়ে নিজের লটবহর নিয়ে বেরিয়ে গেল সুবলকাকু। আর আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে ওর শার্ট খিমচে ধরলাম। -- কী হবে ? যদি বাড়িতে বলে দেয় ?

-- তোমার সবাইকেই ভয় ? একটু আলুকাবলিওয়ালা তাকেও ভয় ?

-- ওরকমভাবে বোলো না। আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। আলুকাবলি বিক্রি করুক আর যাই করুক, সুবলকাকু আমাদের ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে। অন্ধকারে আমাকে-তোমাকে একসঙ্গে দেখলে অন্য কিছু ভাবতে পারে। তাই ভয় পেয়েছি।

-- তাহলে থাকো তুমি তোমার ভয় নিয়ে। আমি চলে যাই।

কৌস্তুভ জানত না, ভয় নিয়ে বসে থাকা যায় না। চারপাশের পৃথিবী দেয় না। আবার বেরিয়ে পড়তে হয় ঝুলি-ঝোলা নিয়ে। নিজেকে পিষে, বেটে, মিশিয়ে দিতে হয় সবকিছুর সঙ্গে। এবড়োখেবড়ো যা কিছু নিজের ভিতরে জেগে ওঠে সেগুলোকে ঠেলে ঠেলে মসৃণ করতে হয়। আর হাসিতে ভুলিয়ে দিতে হয়। কারণ কার সময় আছে, কে আর দু-দন্ড শান্তি দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে। না, কেউ নেই, শুধু আরও আরও নরম করে চুরমুরের আলু মাখছে সুবলকাকু। খরিদ্দারদের মধ্যে ওই তো একটা নীল সালোয়ার পরা মেয়ে আর তার পিছন পিছন হাওয়াই শার্ট পড়া ছেলেটা। বুকের দুটো বোতাম বরাবরের মতো খোলা। ধ্যাৎ ! কে না কে ! আর যেই হোক, তোরা বোকার মতো ভুলভাল স্টেপ ফেলছিস কেন ? কাল লোক হাসাবি নাকি ? অ্যাই মাম্পি, টেপটা বন্ধ করে, গানটা আবার প্রথম থেকে চালা। ওরে গৃহবাসী/খোল দ্বার খোল ...

(২)

বন্ধ করব বললেই কি বন্ধ করা যায় ? কোনও কিছুই তো কোথাও থেমে থাকে না। ছুটতে ছুটতেই অন্যরা টান দেয় আমার হাত ধরে। -- ও মীরা কাকিমা এ বছর ফাংশান হবে না ? আমরা নাচ করব না ? ও মীরা কাকিমার ওই গানটা তোলাবে না ? আর আমার মনের মধ্যে আবার কড়া নড়ে ওঠে। গঙ্গার বাতাসে সময়ের আগেই ঝরে পড়া অজস্র পাতা মশমশ করতে থাকে পায়ের নীচে। আমি ওদের মধ্যেই শুনতে পাই তবলার বোল। সেই নিজে যখন গান শিখতাম, তখনকার এক-একটা বিকেল, সন্ধে যেন বেজে ওঠে মাথায়। আমি স্যারিডন খাই, অম্রতাঞ্জন লাগাই। কমে না, কমে না, কমে না।

পায়েলের পক্ষে এত কিছু বোঝা সম্ভব নয়। আর বোঝার দরকারটাই বা কী ? পাথর যে পাথর সে অবধি ক্ষয়ে যায় রোদে, জলে, আর আমাদের অস্তিত্ব তো একটা ভাসমান বস্তু ব্যতিরেকে কিছু নয়। তাহলে কেন ও খিলখিল করে হেসে উঠবে না দুটো কথার মাঝখানে ?

কিন্তু আমি কি হিংসে করি ওকে ? ওর দেরি করার কারণ জানার ছলে ওকে নজরবন্দি করে রাখতে চাই ? আরও আরও ভার চাপিয়ে দিতে চাই ওর ওপর ? আমার ঘরের সোফার নীচে পড়ে থাকা ওর চুলের ফিতেটা দিয়ে ওকে বেঁধে রাখতে চাই আমার একাকীত্বের সঙ্গে, যতদিন সম্ভব ?

-- এই ফিতেটা এখানে কী করে এল, এটা কার ?

-- আমি কী করে বলব ? আমি তো আর চুলে রিবন বাঁধি না। দ্যাখো গে হয়তো তোমারই হবে।

-- আমার কী করে হবে ? আমি কি চুলে ফিতে দিই ?

টাবুল আর কোনও উত্তর দেয়নি। তবে ওর ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠছে আমি টের পাচ্ছিলাম। টের পেতাম আরও অনেক কিছু থেকেই। পায়েলের কথায় কথায় বাংলার জায়গায় ইংরেজি শব্দ। টাবুলের মতো অত হামেশা না হলেও ফাঁকফোররে। আমি চটে যেতাম মাঝে মাঝে। কিন্তু অন্য একটা দিকে ভালোও লাগত। ভাল লাগত এটা ভেবে যে ওরা দুজন দুজনের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। আর এটা ভেবেও যে ব্যাঙ্গালোরের রঙচংএ ঘূর্ণির তলায় টাবুল মনে মনে অন্তত বাঁধা পড়ে থাকবে মফস্বলের কোনও চেনা ঘাটে।

-- আমরা ডুয়ার্স বেড়াতে যাচ্ছি, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে ?

-- আমার তো সামনে পরীক্ষা। যাওয়ার এক লক্ষ ইচ্ছে হওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল পায়েল।

-- ছাড় তো ন্যাকামি করিস না। পড়ে একদম পৃথিবী উল্টে দিবি, চারদিনে। আমি রাগের ভান করেছিলাম।

-- দাঁড়াও বাড়িতে জিজ্ঞেস করে আসি। পায়েল একছুটে বেরিয়ে গেল। ওর মুখে তখন হাজার ওয়াটের ঔজ্জ্বল্য।

কী ঘোঁট পাকল কে জানে। পায়েলকে ওর বাড়ি থেকে ছাড়ল না। গরুমারা জঙ্গলে মাহুত যখন হাতির পিঠে আরও ট্যুরিস্টের অপেক্ষা করছিল, টাবুল বলে উঠল, পায়েলটা এলে ভালো হত, না, মা ? অ্যাট লিস্ট গ্রুপটা বড় হত। আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি।

এখন যখন কেউ কেউ প্রশ্ন করে কেন করাও এসব ? কী মজা পাও ? কোনও উত্তর দিই না। শুধু ভাবি, চুপ করে বসে থাকলেই বা কী লাভ হত ? যা অবিভাজ্য তাকে কি ভাগ করে গুণ করা যেত ? যা একমাত্র একজনের ভাবা তাকে কীভাবে নাড়াঘাটা করা যায় দশজনের সঙ্গে ? এতো ইরাকের যুদ্ধ কিংবা কাশীর মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণ নয় যে একই সঙ্গে অনেকে শামিল হবে প্রতিবাদে।

-- আমি ওই হিন্দি গানটার স্টেপগুলো একটু ভেঙে দিচ্ছি। বাচ্চারা তুলতে পারছে না। পায়েল ঘাম মুছতে মুছতে বলল।

-- হিন্দি ঢুকিয়েছিস তুই। আমি তো আর হিন্দি গান রাখতে চাইনি। তুই বুঝবি। আমি বললাম।

-- অত রিজিড হলে এখন চলে না মীরা কাকিমা। একটা-দুটো ফিলমের হিট গান রাখলে প্রোগ্রামটা জমে, লোকের দেখতেও ভাল লাগে।

-- খুব ফ্লেক্সিবল হয়ে সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে বল ? তাহলেই সবাই খুশি, তাই না রে ? আমি একটু ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

পায়েল আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। হাসিটা ওর দু-ঠোঁটের ফাঁকে একশো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

সত্যিই তো কত ফ্লেক্সিবল এই মেয়েটা। কোনওদিন আমাকে 'না' বলল না। কী স্বার্থ বাকি আছে ওর ? অথচ সেই আমার সঙ্গে সঙ্গে পনেরোদিন ধরে পড়ে থেকে সবাইকে তৈরি করে নেওয়া। আচ্ছা ও কি দোল খেলে ? আমি জানি না। জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। টবুল একবার ওর মুখে বাঁদুরে রঙ মাখিয়ে দিয়েছিল। আর ও সেই অবস্থায় ছুটতে ছুটতে এসে নালিশ করেছিল। -- দ্যাখো কত করে বললাম, এই রঙগুলো মাখাতে না, তাও মাখাল। এগুলো উঠবে বলো, সন্ধের আগে এগুলো উঠবে ? না উঠলে আমি কিন্তু আসব না।

আমি হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলেছিলাম, তোর তো সন্ধেয় সোলো নাচ আছে। তোকে স্টেজে উঠতেই হবে। ভয় পাস না। আমি না হয় মাইকে অ্যানাউন্স করে দেব, 'আদরিনীর বাঁদরিনী নৃত্য'।

এখন আর ও কোনও নালিশ করে না। যা করার মুখ বুঁজে করে যায়। যা ওর করার না সেটাও করে দেয় অনেকসময়। আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করার জন্য ওর বাড়ি থেকে একটা চাপ আছে। থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ও কিছুতেই সেটা বুঝতে দেয় না। যেন সবকিছু সেই একইরকম ছন্দে ছন্দে পূর্ণানন্দে বয়ে চলেছে।

আচ্ছা, ও যদি চালাতে চায় তাহলে কী আমি চালাতে দেব ? নাকি একটা ধাক্কা দিয়ে ওর মুখটা ঘুরিয়ে দেব অন্যদিকে ? ওর বাড়ি থেকে সত্যি-মিথ্যা মিলিয়ে যে কথাগুলো বলল সেগুলোর বিষয়ে একটু কথা বলব ওর সঙ্গে ? জিজ্ঞেস করব, ব্যাপারটার আদৌ কোনও ভিত্তি আছে নাকি পুরোটাই বানানো ? যদি ভিত্তি থাকে তাহলে আর একটু সিমেন্ট দেব সেখানে ? একটু চেষ্টা করব যাতে ওর বেঁচে থাকা বর্ণময় হয়ে ওঠে ? ওকে বলব, জোর দিয়ে বলব, রাজি হয়ে যেতে ? অ্যাই পায়েল, একটু এদিকে শোন তো। না পরে না, এক্ষুনি আয় ...

(৩)

রাত প্রায় এগারোটা। ওরা দুজন পাড়ার ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়ল। রিহার্সাল মোটামুটি শেষ। কাল ভোরেই অনুষ্ঠান। 'ঠিকঠাক হবে কি না' জানার ঔৎসুক্য নিয়ে দু-তিনজন ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। যেমন সব ঘটনার আগে সব জায়গায় আসে। আর ওরাও বরাবরের মতো তাদের কাটিয়ে ঢুকে পড়ল নিজেদের বৃত্তে। যেখানে ইট, কাঠ, বালি, সিমেন্ট এমনকি কমা, সেমিকোলন অবধি চেনা।

-- সেদিন তুমি বারণ করলে না কেন ? ওকে বারণ করলে না কেন বেরোতে ?

-- ও কি বারণ শোনার ছেলে ছিল ? তুই চিনতিস না ওকে ? আর তাছাড়া ...

-- তাছাড়া কী মীরা কাকিমা ?

-- এখানে থাকলে রোজই তো বেরোত। আমি ভেবেছিলাম তোর সঙ্গেই বোধহয় বেরোচ্ছে।

-- আমরা আর কতদূর যেতাম। ম্যাক্সিমাম বারাকপুর, খুব জোর খড়দা। কলকাতা তো যেতাম না। আর সেদিন তো আমার জ্বর ছিল। তুমি জানতে না ?

-- আমি কী করে জানব বল ? তোদের মধ্যে কী কী কথা সব কী আমায় তোরা বলবি ? বেশিটাই তো লুকোতি।

-- মোটেই না, মোটেই না। আমি কিছুই প্রায় লুকোতাম না। শুধু একবার ...

-- থাক বাবা ! আর সাফাই দিতে হবে না। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানিস ?

-- কী মনে হয় ?

-- তুই পাশে থাকলে ওরকম হোত না।

-- কেন ?

-- তোর একটা পয় আছে তো। হাসিস না, সত্যিই তোর পয় আছে। প্রতিবার তুই থাকিস বলেই ফাঁশানটা কীরকম ভাল হয় দেখিস না ?

-- এটা একটা দারুণ কথা বলেছ। পয়। ওরকম হিরোকে খুইয়ে ফেললাম কিন্তু নিজে টসকালাম না, আমার পয় নেই ?

-- ওরকম বলে না। ছি ! ছাড়। অন্য কথা বল।

-- অন্য একটা কথাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। তোমার আর একটা বাচ্চা হল না কেন ? কেন নিলে না ? একটা মেয়ে থাকলে তো তোমার এখন কত ভাল লাগত।

-- ঠিকই বলেছিস। ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়ে তো আমার একটা আছে।

-- কোথায় ?

-- এই যে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। কত ভালবাসি তাকে। ভাল করে তার বিয়ে দিতে হবে ...

-- ওই প্রসঙ্গ তুলো না প্লিজ।

-- না তুললে কী করে চলবে সোনা ? তোমায় চাকরি করতে হবে, বিয়ে করতে হবে ...

-- কিন্তু আমার যে খুব ভয় করে।

-- কীসের ভয় ?

-- বারবার মনে হয়, রাহু যেমন গ্রহণের সময় চাঁদটাকে গিলে নেয়, ও সেভাবে আমায় টেনে নিচ্ছে নিজের মধ্যে। আমি ওর কথা, হাসি, আদরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। ও আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ফিরিয়ে দিচ্ছে আবার ভিতরে টেনে নেওয়ার শর্তে।

-- ধ্যাৎ পাগলি ! রাহু তো কত বড়। তার তো চোখ, নাক, মুখ, কান সব আছে। আর ওর তো কিচ্ছু নেই। শুধু তুই আর আমি ছাড়া ও নিজেই কোথাও নেই। বুঝতে পারিস না ? তাকা, চাঁদটার দিকে ভাল করে তাকা।

ওরা দুজনে গনগনে চাঁদের দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে অপলক। কাল পূর্ণিমা। আজ এখনও কোনও রঙের ছিটে লাগেনি ওই রূপোর থালায়। শুধু এক কোণে থম মেরে আছে কিছুটা দোমড়ানো-মোচড়ানো কলঙ্ক। কলঙ্ক ? নাকি কৌস্তুভের সেই মোটরবাইকটা, দু'বছর আগের একটা সন্ধ্যায় যেটা বাইপাসে মুখোমুখি লরির ধাক্কায় সওয়ারি সমেত সিধে উঠে গিয়েছিল আকাশে। আর কখনও নামতে পারেনি।

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com